শনিবার ● ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৭

শনিবার
২৯শে ডিসেম্বর ২০০৭
১০ম বর্ষ সংখ্যা ৩০৭
১৫ই পৌষ ১৪১৪
১৮ই জিলহজ ১৪২৮

৮ টাকা

শেষ পৃষ্ঠা

মানবজমিন

জমিন ১৩

সিদ্ধিরগঞ্জের আমিনুলের চমকপ্রদ সব আবিষ্কার

বিল্লাল হোসেন রবিন, নারায়ণগঞ্জ থেকে : রিমোটের সাহায্যে ঘরে বাইরে থেকে ফ্যান, লাইট চালু ও বন্ধ করা সম্ভব? তাও আবার রিমোটটি যদি হয় মোবাইল সেট, তাহলে তো অবাক হওয়ার মতোই বিষয়। শুধু তাই নয়, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে ঘরের দরজা আপনা থেকেই খুলে যাবে। [illegible] ট্যাঙ্কে পানি শেষ হয়ে গেলে পাম্প অটো স্ট্যার্ট হবে [illegible] ট্যাঙ্ক ভরে যাওয়ার পর অটো বন্ধ হয়ে [illegible]। অভিনব এই প্রযুক্তি ইউরোপ-আমেরিকা [illegible] আবিষ্কারক নারায়ণগঞ্জের তরুণ আমিনুল [illegible] জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি [illegible] আমিনুল ইসলামের বাড়ি। নিজ বাড়িতে নিজস্ব [illegible] বাড়ির [illegible] আমিনুলের গবেষণাগার। [illegible] নিভৃতে গবেষণার কাজে [illegible]। আপনি জানেন, কেউ হয়তো মনের ভুলে বাসার ফ্যান লাইট চালু রেখেই বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হলো, এক্ষেত্রে তিনি তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফ্যান লাইট বন্ধ করে দিতে পারবেন। আবার বাসায় পৌঁছার আগে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে ঘরটি ঠাণ্ডা করে রাখতে চাইলে তাও করা সম্ভব হাতের মোবাইলটি দিয়ে। তার মতে, মোবাইল ফোনটি রিমোট হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন বাসার ফ্যান-লাইট বন্ধ করে দিতে পারবেন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। শুধু ফ্যান-লাইট নয়, এ স্পোট প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোন ইলেকট্রনিক্স একইভাবে বন্ধ বা চালু করা যাবে। এ তো গেলো আমিনুলের রিমোট প্রযুক্তি। তার ভাণ্ডারে রয়েছে এরকম আরও বেশকিছু চমকপ্রদ আবিষ্কার। এগুলো হচ্ছে, ইনফ্রা রেড ও লেজার রশ্মির মাধ্যমে তৈরি করা চোর ধরার যন্ত্র। যেগুলো অনেক দূরত্বেও কার্যকরী। মাত্র ছয় হাজার টাকা খরচে তিনি তৈরি করেছেন কম্পিউটারের এমন ইউপিএস যেটি তিন ঘণ্টা ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। তৈরি করেছেন রিচার্জেবল ব্যাটারি। [illegible]

আমিনুল যখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র তখনই তৈরি করেন ডিস এন্টেনা। যার খরচ পড়ে দু'হাজার টাকা। এখন খরচ পড়বে আরও কম। এ ডিস এন্টেনা দিয়ে দেশের চ্যানেলগুলো ও প্রায় সবগুলো ফ্রি চ্যানেল দেখা যাবে। তার উদ্ভাবিত আরেকটি প্রযুক্তি ওয়াটার লেভেল অটোমেটিক সিস্টেম। পানির ট্যাঙ্কিতে পানি না থাকলে পাম্প অটো স্ট্যার্ট হয়ে যাবে। আবার ট্যাঙ্কি ভরে গেলে পাম্প অটো বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ যদি চায় ট্যাঙ্কি অর্ধেক ভর্তি করতে পাও করা যাবে, আর কেউ পাম্পটি কখনও অটো কখনও ম্যানুয়ালি চালাতে চাইলে সে সুযোগও থাকবে। আমিনুলের উদ্ভাবিত ডিজিটাল লক সিস্টেম আলি বাবা চল্লিশ চোরের কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাঞ্চ কার্ড ছাড়া দরজা খুলবে না। পাশাপাশি বাড়ির পাঞ্চ কার্ডের মালিককে বলতে হবে 'খুলে যাও দরজা'। মেশিন কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেখবে। অনুমোদিত কণ্ঠস্বর হলে দরজা খুলে যাবে। নইলে খুলবে না। এ সিস্টেমের মাধ্যমে অফিসে বসেও কেউ অতিথির জন্য তার বাড়ির দরজা খুলে দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে তার পাঞ্চ কার্ড ও কণ্ঠস্বর প্রবেশ করাতে হবে তার কাছে থাকা কার্ড মেশিনে। বর্তমানে আমিনুল আরও তিনটি নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। এগুলো হলো– তেল-গ্যাস ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন, ঘরের তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে [illegible] বাড়বে– কমবে এমন ফ্যান তৈরি, ট্রাফিক [illegible] দেয়া মাত্র অটোমেটিক গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে [illegible] নির্ধারিত সময় শেষ হওয়া মাত্র গাড়ি চলবে [illegible] ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম। দুর্দান্ত উদ্ভাবনী [illegible] তরুণকে কাজ করতে হয় নিদারুণ আর্থিক [illegible] শনির আখড়ার বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যা [illegible] এসএসসি আর ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট [illegible] টেকনোলজি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়া[illegible] বছরের কোর্স সম্পন্ন করেছেন আমিনুল। স্কুল, কলেজে লেখাপড়ার সময় টিফিন ও ভাড়া থেকে টাকা বাঁচিয়ে গবেষণার কাজ করেছে আমিনুল। এখন বাবা বলছেন, আস্তে আস্তে সংসারের হাল ধরো। আমিনুলের বাবা মীর মো. জাকারিয়া ছিলেন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে কিছু করেন না। তিন ভাই, এক বোন আর মা-বাবা নিয়ে আমিনুলের সংসার। এতদিন কম্পিউটারের অভাবে গবেষণা বিঘ্নিত হয়েছে আমিনুলের। সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলে তাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রচারিত হওয়ার পর 'প্রিমিয়ার ব্যাংক' তাকে একটি কম্পিউটার দিয়েছে। 'হোটেল লেক শো' দিয়েছে নগদ বিশ হাজার টাকা আর পড়াশোনায় আজীবন সহযোগিতার আশ্বাস। আমিনুল বলেন, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি। তা শুধু নিজের মধ্যে আটকে রাখতে চাই না। আমি আমার এই জ্ঞান স্কুল, কলেজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। যাতে অন্যরাও আমার মতো নানা কিছু উদ্ভাবন করে মানুষের কাজে লাগাতে পারে। তবে প্রতিদিনই আমিনুলের কাছে প্রযুক্তি বিষয়ে শিখতে আসে বেশ কিছু শিশু-কিশোর। আমিনুল স্বপ্ন দেখেন, ভবিষ্যতে এমন একটি বিশাল গবেষণাগার তৈরি করার। যেখানে অসংখ্য ছেলেমেয়ে নানা বিষয়ে গবেষণা করতে পারবে। মানুষের প্রয়োজনীয় শ' শ' প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে। বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের খ্যাতি ছড়িয়ে যাবে।

এই ছোট্ট গবেষণাগারে [illegible] ধরে আমিনুল ইসলাম নিরলস গবেষণা করে চলছেন ছবি : [illegible]